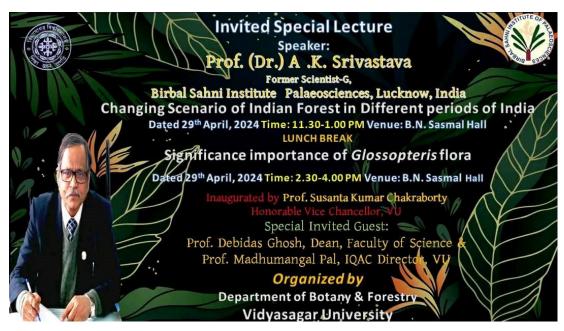
## **Events and Lectures on Medicinal Plants and Botany (2016-2025)**

- National Seminar on Medicinal Plants (NSMP-2016) (February 16–17, 2016) Sponsored by UGC-DRS-SA and DST.
- National Pictorial Exhibition on Endangered and Threatened Medicinal Plants of South West Bengal (February 16–17, 2016) Based on field collections under UGC-DRS-SAP.
- Special Lectures:
  - Prof. Nirmalaya Banerjee (Visva-Bharati University) Orchid Propagation and Conservation (October 27, 2016).
  - o **Prof. Kashinath Bhattacharya** (Visva-Bharati University) *Origin and Evolution of Land Plants* (November 10, 2016).
  - Prof. Asok Kumar Biswas (Calcutta University) Mechanism of Solar Energy Storage in Chloroplasts (November 24, 2016).
  - Dr. Sovon Roy, Senior Scientist, Department of Science & Technology & Biotechnology, Government of West Bengal on Wisdom of Nature in Policy Decission & Unbased Execution" 12<sup>th</sup> March, 2024.



Prof. A. Srivastava, Scientist, G, Birbal Sahani Institute of Palaeobotany, Lucknow, India "

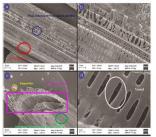




#### scientific reports

#### OPEN Characterization of a new natural novel lignocellulose fiber resource from the stem of Cyperus platystylis









Adding to the woes, resist allege, sewer lines are regularly desilted and

# BENGAL RESEARCHERS' WORK MAKES IT TO NATURE, FUELLING AWARENESS HOPE Greener pasture for grass that can change mat industry

#### BRINDA SARKAR



nolars in Vidyasagar







ATE



# drains that Iskoranawaterint could on the city outskirts. Adding to the end of June. Peture by Sanat Kir Sinha BENGAL RESEARCHERS' WORK MAKES IT TO NATURE, FUELLING AWARENESS HOPE Greener pasture for grass that can change mat industry

BRINDA SARKAR











A

## Humble mats from Sabang floor Europe

### Sabang mat weavers get orders for bags, hats and goggles cases too





B

## বিদেশে মাদুর



নিশিকান্ত দাস - ফাগুন ফেস্টিভ্যাল, লন্ডন - ফেব্রুয়ারী ২০১৯



মিঠুরানী জানা - কার্লসূহে ফেস্টিভ্যাল, জার্মানি - জুলাই ২০১৯

\*আগস্ট ১৫-২০, গৌরি রানি জানা হাঙ্গেরির বুডা ক্যাসেলে হ্যান্ডিক্রাফট্ ফেস্টিভ্যলে যাচ্ছেন।

MADURAI . TUESDAY . JANUARY 6, 20

# www.newindpress.com

## Pathamadai mats: Nellai's pride, World's env

ladurai, Jan S:This worldmous Tirunelveli beauty still
nds pride of place in the Buckisham Palace. The Pathamadai
at was gitted to Queen Elizabh II on her corronation.
The 'eye-catching' Pathamaai mats, with its alluring colois and designs, are no ordiny mats. The mats not only
ok like they are woven with
lk threads, but also feel like
sem. What is more these mats
in also be folded like silk matsal



# মাদুর শিল্পের বাজার চাঙ্গা, আশার আলো সবংয়ে, চলছে গবেষণাও

নিজম্ব প্রতিনিধি, মেদিনীপুর: দিন যত যাবে, প্লাস্টিকের ব্যবহার তত কমতে থাকবে। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চাহিদা বাড়বে পরিবেশ বান্ধব পদ্যের। এতে আগামীদিনে মাদুর শিল্পের ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল হবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহল মহল। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবংয়ের মাদুর কাঠির গুণগতমান এবং উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশে শুরু হয়েছে গবেষণা। শুধু মাদুর কাঠি নয়, মাদুর কাঠির বিকল্প হিসেবে সমগোত্রীয় অন্য প্রজাতির ঘাসের গুণগতমান নিয়ে চলছে গবেষণা। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ ও বনবিদ্যা বিভাগের পক্ষ থেকে এই গবেষণা করা হছে। এই গবেষণার কাজে খড়গপুর আইআইটি-র সহযোগিতাও নেওয়া হছে।

সবংয়ের ৮০ শতাংশ মানুষই মাদুর শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। ঘরের মহিলারাও পুরুষদের সঙ্গে সমানতালে কাজ করেন। এক সময় প্রাস্টিকের মাদুরের রমরমার কারণে এই শিল্পের বাজার কিছুটা মন্দা হয়েছিল। কিন্তু, এখন চারিদিকে প্রাস্টিক বর্জন শুরু হওয়ায় মাদুর শিল্পের বাজার চাঙ্গা হতে শুরু করেছে। মাদুর শিল্পীদের আশা, আগামীদিনে মাদুরের সঙ্গে সঙ্গে মাদুর কাঠি থেকে তৈরি অন্যান্য পণ্যের চাহিদা বাড়বে। এই মাদুর কাঠি নিয়ে উদ্ভিদ ও বনবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক অমলকুমার মগুলের নেতৃত্বে প্ল্যান্ট ট্যাক্সোনোমি ল্যাবে দশজন সবেষক গবেষণা করছেন। অমলবারু বলেন, মাদুর কাঠি নিয়ে এর আগে কোনও গবেষণা হয়নি। পরিবেশ বান্ধব পণ্যের চাহিদা বাড়তে থাকায় আগামীদিনে মাদুর শিল্পের

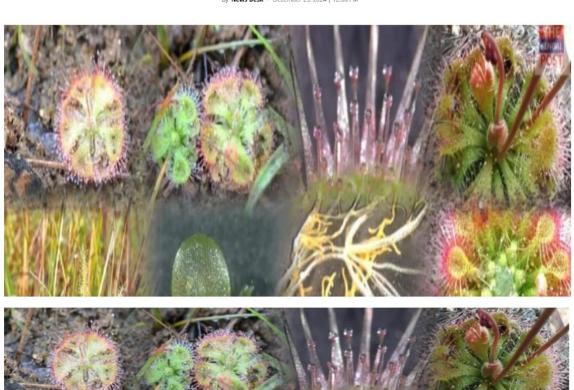
বাজার আরও ভালো হবে। তাই মাদুর কাঠির ফাইবারের গুণগত মান নিয়ে গবেষণা করা শুরু হয়েছে। গুণগতমান জানতে পারলে কোনও ধরনের কাঠি কতটা টেকসই তা জানা যাবে। গবেষণা টিমের অন্যতম সদস্য অনুপ ভূঁইয়া বলেন, সবং, পটা লপুর, পিংলা সহ সামান্য কয়েকটি জয়য়য়য় মাদুর কাঠি হয়। এছাড়াও বাঁকুড়া, হাওড়া, এই জেলার খড়াপুর এলাকায় সমগোত্রীয় অন্য প্রজাতির ঘাস রয়েছে। সেই ঘাসের ফাইবারের গুণগত মান জানতে খঙ্গাপুর আইআইটি-র সহযোগিতায় পরীক্ষা করা হবে। বিশেষ করে মাদুর কাঠির রাইজোম বা মূল দিয়ে সুগন্ধী ধূপকাঠি এবং ওষুধও তৈরি হয় বলে জানি। যদিও সবংয়ের মাদুর শিল্পীরা সেটা জানেন না। ফলে, আগামীদিনে এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করা হবে।

সবংয়ের সারতা গ্রামের রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত মাদুর শিল্পী অলোক জানা বলেন, ৩২ বছর ধরে এই কাজ করছি। একসময় প্লাস্টিকের মাদুর সহ বিভিন্ন জিনিসের রমরমা বেড়ে যাওয়ায় আমাদের শিল্প কিছুটা ধাকা খেয়েছিল। এখন আর সেটা নেই। এখন মাদুর ছাড়াও আমরা ব্যাগ, ফাইল কভার, জলের বোতলের ব্যাগ সহ বিভিন্ন পণ্য তৈরি করছি। মাদুর কাঠির গুণগত মান গবেষণা হলে অনেক অজানা তথ্য জানতে পারব। মাদুর কাঠির মূল এখন ভিনরাজ্যে বিক্রি করে দেওয়া হয়। ওই মূল দিয়ে যদি ওষুধ বা সুগন্ধী ধূপ তৈরি হয়, তাহলে আমরাই এখানেই তা করব। আমাদের মতো সবংয়ের হাজার হাজার মাদুর শিল্পী উপকৃত হবেন।

## Drosera: মেদিনীপুরের মাটিতেই নতুন প্রজাতির মাংসাশী উদ্ভিদের সন্ধান পেলেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা

Scientists from Vidyasagar University have discovered a new species of carnivorous plant in the soil of Midnapore

By **News Desk** - December 25, 2024 | 12:06 PM





: প্রজাতির পতঙ্গভুক উদ্ভিদ:

দ্য বেঙ্গল পোস্ট প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৫ ডিসেম্বর: জঙ্গলমহল পশ্চিম মেদিনীপুর ও পূর্ব মেদিনীপুরে নতুন প্রজাতির মাংসাসী (পতঙ্গভুক) উদ্ভিদের সন্ধান পেলেন মেদিনীপুর শহরের উপকন্ঠে অবস্থিত বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (Vidyasagar University) 'উদ্ভিদবিদ্যা' (Botany) বিভাগের বিজ্ঞানীরা। সম্প্রতি, অ্যামাজনের জঙ্গলের মাংসাশী বা পতঙ্গভুক উদ্ভিদ (Drosera/Round-leaved sundew) বাঁকুড়ার সোনামুখীর জঙ্গলে পাওয়া গিয়েছে বলে নেট দুনিয়া উত্তাল হয়। সেই আবহেই বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী তথা অধ্যাপক (প্রফেসর) অমল কুমার মণ্ডল, গবেষক সুখদেব বেরা এবং সহকারী গবেষক ড. অয়ন কুমার নস্করের এই গবেষণা নিঃসন্দেহে এই সংক্রান্ত বহু প্রশ্নের উত্তর দেবে বা উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের জগতকে আরও সমৃদ্ধ করবে। অধ্যাপক অমল কুমার মণ্ডল জানান, "আমাদের পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের বেশ কিছু অঞ্চলে এই মাংসাশী উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরে দু'টি প্রজাতির সূর্যশিশির ও সাতটি প্রজাতির পাতাঝাঁজি এবং পূর্ব মেদিনীপুরে তিনটি প্রজাতির পাতাঝাঁজি বিভিন্ন ঘাস জমি ও জলাশয়ে পাওয়া গিয়েছে। সূর্যশিশির উদ্ভিদটিকে ইংরেজিতে 'সানডিউ' (Sundew) বলে। পশ্চিম মেদিনীপুরে পাওয়া 'সূর্যশিশির' উদ্ভিদ দুটির বিজ্ঞানসম্মত নাম হল 'ড্রোসেরা ইন্ডিকা' (Drosera Indica) ও 'ড্রোসেরা বার্মানি' (Drosera Burmanni)।" তিনি এও বলেন, "সূর্যশিশির উদ্ভিদটি মূলত সুযাশাশর ডাদ্ভদাটকে ইংরোজতে 'সানাডড' (Sundew) বলে। পাশ্চম মোদনাপুরে পাওয়া 'সুর্যশিশির' উদ্ভিদ দুটির বিজ্ঞানসম্মত নাম হল 'ড্রোসেরা ইন্ডিকা' (Drosera Indica) ও 'ড্রোসেরা বার্মানি' (Drosera Burmanni)।" তিনি এও বলেন, "সূর্যশিশির উদ্ভিদটি মূলত ভেজা বা শুষ্ক ঘাসজমি, শালবনের ভেতরে অথবা পাথুরে ভূমিতে জন্মায়। এদের পাতাতে অসংখ্য ট্রাইকোম থাকে এবং ওই ট্রাইকোমের অগ্রভাগে এক ধরনের আঠালো পদার্থ থাকে। উদ্ভিদগুলি সবুজ বা লাল বর্ণের হওয়ায়, ছোট ছোট পতঙ্গরা উদ্ভিদটি দ্বারা আকর্ষিত হয়ে পাতাতে বসে এবং পাতাতে উপস্থিত আঠালো পদার্থে আটকে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে পাতার ট্রাইকোমগুলি পতঙ্গটিকে জড়িয়ে ধরে এবং পুষ্টিরস শোষণ করে। অপরদিকে, পাতাঝাঁজি উদ্ভিদগুলিকে জলাশয় অথবা ভেজা বা কাদামাটিতে জন্মাতে দেখা যায়। 'ইউট্রিকুলারিয়া উলিগিনোসা' ও 'ইউট্রিকুলারিয়া বাইফিডা' নামক পাতাঝাঁজির প্রাজাতি দু'টি ভেজা বা কাদামাটিতে জন্মায়। আবার, 'ইউট্রিকুলারিয়া আউরেয়া' ও 'ইউট্রিকুলারিয়া গিববা' প্রাজাতি দুটি পুকুরে, ধানক্ষেতে জন্মায়। পাতাঝাঁজি উদ্ভিদগুলি মূল-বিহীন হয়। এদের পাতার কিছু অংশ রূপান্তারিত হয়ে পকেটের ন্যয় অঙ্গ গঠন করে; যাকে 'ব্লাডার বলে। এই ব্লাডারের মধ্যে এরা জলে উপাস্থিত ছোট পতঙ্গ ও লার্ভা বা ভেজা মাটিতে উপাস্থিত নিমাটোড-কে গ্রহণ করে ও পুষ্টিরস শোষণ করে।"

পতঙ্গভুক বা মাংসাশী উদ্ভিদেরা ঠিক কি কারণে এবং কিভাবে ছোট ছোট পোকামাকড় বা পতঙ্গদের শিকার করে? তাও বুঝিয়ে বলেছেন অধ্যাপক মগুল। তিনি বলেন, "পৃথিবীতে বেশিরভাগ উদ্ভিদ প্রজাতি সবুজ ক্লোরোফিল যুক্ত এবং সৌরশক্তি ব্যাবহার করে সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি সাধন করে। খাদ্য উৎপাদনে অক্ষম প্রাণীরা উদ্ভিদ, উদ্ভিদ অংশ বা অন্য প্রাণীকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে পুষ্টি সাধন করে। আমাদের এই বিস্ময়কর পৃথিবীতে কিছু উদ্ভিদ রয়েছে যারা ছোট ছোট প্রাণীদের ভক্ষণ করে পুষ্টি সাধন করে। এদের 'মাংসাশী উদ্ভিদ' হিসেবে গণ্য করা হয়।" তাঁর সংযোজন, "আশ্চর্যজনক বিষয় হল এই মাংসাশী উদ্ভিদগুলি সালোকসংশ্লেষ করতে পারে। কিন্তু, এরা যে ধরনের পরিবেশে জন্মায়, সেখান থেকে এরা পর্যাপ্ত পরিমানে নাইট্রোজেন শোষণ করতে পারে না বা যে জায়গায় এরা জন্মায় সেই মাটিতে নাইট্রোজেনের ঘাটতি রয়েছে। এই নাইট্রোজেনের ঘাটতি পূরণের জন্য, এই বিশেষ ধরনের উদ্ভিদগুলি পোকামাকড় ধরে খেয়ে নিজেদের দৈনন্দিন নাইট্রোজেনের ঘাটতি পূরণ করে। আর এই নাইট্রোজেন সজীব কোষের জৈবিকক্রিয়া চালানোর জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। নাইট্রোজেনের অভাব পূরণের জন্যে মাংসাশী উদ্ভিদগুলি প্রাণী শিকার করে মূলত প্রোটিন অংশ শোষণ করে এবং প্রোটিন হল নাইট্রোজেন ঘটিত জৈব অণু, যা মাংসাশী উদ্ভিদের নাইট্রোজেনের চাহিদা পূরণ করে।"

যা মাংসাশী উদ্ভিদের নাইট্রোজেনের চাহিদা পূরণ করে।"



পতঙ্গভুক বা মাংসাশী উদ্ভিদেরা:

প্রসঙ্গত, অধ্যাপক অমল মণ্ডলের অধীনে গবেষণারত ছাত্র (স্কলার) সুখদেব বেরা এখন উচ্চতর গবেষণার জন্য বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার কোয়েম্বাটোরে রয়েছেন। তবে, নিজের স্নাতকোত্তরের গবেষণামূলক পেপারে (স্নাতকোত্তর থিসিস) এই বিস্ময়কর উদ্ভিদ সম্পর্কে গবেষণা করেছেন তিনি। রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট বা সহকারী গবেষক হিসেবে ছিলিন ড. অয়ন কুমার নস্কর। ডঃ মণ্ডলের সহায়তায় তাঁরা জঙ্গলমহল পশ্চিম মেদিনীপুর ও পূর্ব মেদিনীপুরে তথা দুই মেদনীপুরে প্রায় ১২ প্রজাতির এই ধরনের মাংসাশী উদ্ভিদ বা পতঙ্গভুক উদ্ভিদ খুঁজে পেয়েছেন বলে জানান। যদিও, বর্তমান সময়ে যেভাবে দূষণ বেড়ে চলেছে, তাতে এই সমস্ত বিরল বা বিস্ময়কর প্রজাতির উদ্ভিদের সংখ্যা যে দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে তাও জানান বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম বরিষ্ঠ অধ্যাপক অমল কুমার মন্ডল। তিনি বলেন, "বর্তমান সময়ে বিভিন্ন কারণে ঘাসজমি ধ্বংস ও জলাভূমি দূষণের ফলে এই বিস্ময়কর উদ্ভিদগুলির প্রাচুর্য হ্রাস পাচ্ছে।" (Edited by Maniraj Ghosh)

